অবতরণিকা

'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা' শীর্ষক প্রকাশনাটি বাজেটের অন্যতম দলিল হিসেবে জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে উপস্থাপন করা হয়। এ প্রকাশনাটির মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সার্বিক চিত্র তুলে ধরা। চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ তথ্য ও উপাত্তসমূহ সন্নিবেশ করে 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৫' প্রণয়ন করা হয়েছে।

২. সমীক্ষাটি ১৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং এতে ৬৩টি পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট রয়েছে। মূলতঃ সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি, অর্থনীতির খাতভিত্তিক অগ্রগতি এবং সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়গুলোর হালনাগাদ পরিস্থিতি - এই তিনটি প্রধান বিষয়কে উপজীব্য করে অধ্যায়গুলো প্রণীত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, চলতি অর্থবছরে গৃহীত কতিপয় সংস্কার কর্মসূচি, উন্নয়ন পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং অর্থনীতির স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি সম্ভাবনার বিষয় সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়সমূহে দেশজ উৎপাদ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান, রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা, মুদ্রা ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বাজার পরিস্থিতি এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়াদি স্থান পেয়েছে। সপ্তম থেকে একাদশ পর্যন্ত খাতভিত্তিক অধ্যায়সমূহে অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনমুখী খাত হিসেবে কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি এবং পরিবহণ ও যোগাযোগ সম্পর্কিত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। দ্বাদশ হতে পঞ্চদশ পর্যন্ত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়ভিত্তিক অধ্যায়সমূহে মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র পরিস্থিতি, দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম, বেসরকারি খাত ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। পরিসংখ্যান পরিশিষ্টে সামষ্টিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ চলকসমূহের বছরভিত্তিক উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রণয়নের সার্বিক দায়িত্ব অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগের ওপর ন্যস্ত। এ অনুবিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ একনিষ্ঠতার সাথে কাজ করে নির্দিষ্ট সময়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫ প্রকাশনাকে সম্ভব করে তুলেছেন। এজন্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টাসহ উক্ত অনুবিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। সমীক্ষা প্রণয়নে যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তর বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত সরবরাহ করে সহযোগিতা করেছে তাঁদের প্রতিও রইল আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

৪. এ সমীক্ষা প্রণয়নকালে নানাবিধ সীমাবদ্ধতা ও নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশনার বাধ্যবাধকতা থাকায় এতে কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সমীক্ষাটি নীতি প্রণয়নকারী, পরিকল্পনাবিদ, অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক হবে। ভবিষ্যতে সমীক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সংস্থা, গবেষক, অর্থনীতিবিদ, সমালোচক ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পরামর্শ পেলে তা সাদরে গৃহীত হবে।

(মাহবুব আহমেদ)
সিনিয়র সচিব
অর্থ বিভাগ